প্রবাসে মুক্তির গান

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ
অবনি অনার্য

জয় বাংলা শুধু একটি স্লোগানের শক্তি একটি পুরো জাতিকে তার স্বপ্নের দিকে কতটা বেগবান করতে পারে, সেটা আমরা দেখেছি একাত্তরে। একটি স্বাধীন জাতি, স্বাধীন ভুখণ্ড গঠনের প্রক্রিয়া একটি স্লোগানের মধ্য দিয়ে কতটা বা•ময় হয়ে উঠতে পারে, সেটাও দেখেছি একাত্তরে। যিনি স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তাঁকে হয়তো কোনোদিন দেখেনি অনেক মুক্তিসেনা, তবু ওই একটি ছন্দময় বাক্য টংকার তুলেছিল তাঁদের রক্তে, হাসিমুখে করেছিল মৃত্যুর দিকে ক্রমে ধাবিত। এই ছন্দের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের মহান শিল্পীরাও, হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে গান গেয়ে তাই মৃত্যুর দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন; নাকি মুক্তির দিকে! সে সময় মৃত্যু এবং মুক্তি যেমন সমার্থক হয়ে গিয়েছিল, তেমনি হয়েছে সঙ্গীত এবং বাংলার স্বাধীনতা। গান ছাড়া বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অকল্পনীয় আজ।

২৫ মার্চ ১৯৭১। রাত। পৃথিবীর ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাসের অন্যতম বীভৎস আরো একটি মাইলফলক রচিত হল। আবার রক্তাক্ত হল বাংলাদেশ, বাংলার মাটি, বাংলার বুক। যে স্বপ্ন নিয়ে একদিন ভারত থেকে বি"ছন্ন হয়ে জন্ম হল পাকিস্ত্মানের, সে স্বপ্ন অচিরেই মিথ্যে প্রমাণিত হল। কেবল ধর্ম মানুষকে এক করতে পারে না; এক জায়গায় নিয়ে আসতে পারে বটে অনেক ক্ষেত্রে, আত্মিকভাবে এক হওয়া বলতে যা বোঝায়, সেটার জন্য আরো আরো উপাদান জর"রি, সবচেয়ে গুর"ত্বপুর্ণ সম্ভবত সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য থেকে জন্ম নিল একদিকে শোষণের কৌশল, বিপরীতে শোষিতের ওংকার। শোষকের থাবা ভাষা পর্যন্ত্ম বিস্ত্মৃত হলে শোষিতের প্রতিবাদ-বিপবের ভাষাও নেয় মারণরূপ। রক্তে রঞ্জিত হল বাংলা ভাষার প্রতিটি অক্ষর। ক্রমান্বয়ে স্বায়তশাসন, চুড়ান্ত্ম পরিণতি স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে। যে কিশোরের হাতে থাকার কথা ছিল নাটাই-ঘুড়ি, তার হাতে উঠেছে মারণাস্ত্র¿। সেই মারণাস্ত্র¿ পাশে রেখে গান শোনে মুক্তিপাগল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। পরক্ষণেই ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্র"র গোলার সামনে, অথবা মৃত্যুর সামনে। সংস্কৃতি কীভাবে পরস্ত্মরকে কাছে টানে সেটা বোঝা যাবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েও। পাকিস্ত্মানী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল ঠিকই আমেরিকা, কারণ দুয়েরই সংস্কৃতি শোষণের সংস্কৃতি। আজো তারা পরস্ত্মরের বিশ্বস্ত্ম বন্ধু হিসেবে পরিচিত। বিপরীতে, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য মাঠে মাঠে গান গেয়ে বেড়া"ছন যেসব স্বাধীনতাকামী শিল্পী,

তাঁদের সঙ্গে কি তবে একাত্মতা ঘোষণা করার কেউ নেই? আছেন। সেখানে নেই ধর্মের কোনো যোগসূত্র, নেই ভৌগোলিক সীমানার কোনো ঐক্য, এমনকি ভাষাগত নৈকট্যও নেই। আছে যা, সেটা শুধু সংস্কৃতি, মানবসংস্কৃতি। এই এক টান পৃথিবীর সঙ্গীত-ইতিহাসের কিংবদন্তি সঙ্গীতস্রষ্টাদের এক মঞ্চে নিয়ে এসেছিল। তালিকাটা একবার উলেখ করা যায়– ওস্তাদ রবি শংকর, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, ওস্তাদ আলারাখভ, জর্জ হ্যারিসন, রিঙ্গো স্টার, বব ডিলান, লিওন রাসেল, বিলি প্রেসটন, এরিক ক্ল্যাপটন, ক্লস ভুরম্যান, টম ইভানস, ডন প্রেসটনসহ আরো অনেকে।

১৯৭১ সালের ১ আগস্ট। নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন মুখরিত হয়েছিল মানবতাবাদী-যুদ্ধবিরোধী শিল্পী-সঙ্গীতানুরাগীদের পদচারণায়। 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' শিরোনামের এই সঙ্গীতায়োজনের মুল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে চলমান হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে সচেতনতা তথা জনমত তৈরি করা, একইসঙ্গে বাংলা ভুখণ্ডের নিপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থে ফান্ড তৈরি করা। মুল উদ্যোক্তা ভারতবর্ষের সঙ্গীতভুবনের কিংবদন্তি, ওস্তাদ রবি শংকর। কিন্' কেনই-বা তিনি নিজেকে এর সঙ্গে একাত্ম মনে করলেন? এখানেও সংস্কৃতি একটা বিরাট ভুমিকা রেখেছিল। তাঁর এক সাক্ষাৎকারে তিনি সেটা বলেছিলেন: 'বাংলাদেশের জন্য আমার অনুভুতির বিষয়টা ব্যক্তিগত পর্যায়ের, আমি নিজে বাঙালি। গত মার্চ থেকে বাংলাদেশে যা ঘটেছেঃ অসংখ্য মানুষ মরেছে, অগুনতি মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, তারা প্রাণপণে ছুটছেঃ এর মধ্যে আমার মুসলিম বন্ধুরাও আছে, আক্রমণ করা হয়েছে আমার গুর"র পরিবারের ওপর, সবকিছু ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।'

রাগ ফিল্মের ট্র্যাকগুলো নিয়ে একটা অ্যালবাম করার পরিকল্পনা করার জন্য ওস্তাদ রবি শংকরের বন্ধু জর্জ হ্যারিসন আসলেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। জুন মাসের শেষের দিকের ঘটনা। রবি শংকরের মনে বাজছে বাংলার কান্না। সে কথা তিনি জানালের বন্ধু হ্যারিসনকে। ভেবেছিলেন, হ্যারিসনকে পাওয়া যাবে না হয়তো, কিন্' তিনি নিশ্চয়ই অন্য শিল্পীদের বলবেন বা লিখে জানাবেন। এর মধ্যে আমেরিকা ইউরোপের অন্য অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছেন রবি। বাংলার ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র তুলে ধরলেন হ্যারিসনের সামনে। দুজনের সংবেদনশীল চেতনা একই রসে জারিত। হ্যারিসন নিজে শুধু রাজি হলেন তা-ই নয়, কথা বললেন রিঙ্গো স্টারের সঙ্গে, লিওন রাসেলের সঙ্গে। যোগাযোগ চলতে থাকল। মাত্র চার পাঁচ সপ্তাহের প্রস্'তি। অথচ ইতিহাস হয়ে গেল সে আয়োজন। যোগ দিলেন বব ডিলানও। জন লেননও রাজি হয়েছিলেন, কিন্' তাঁর স্ত্রী ইয়োকো ওনোর অংশগ্রহণের বিষয়ে হ্যারিসনের আপত্তি ছিল। যাহোক, পরে পারিবারিক এসব ঝামেলার কারণে তিনি অনুষ্ঠানের দুদিন আগে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেন।

অনুষ্ঠান শুর" হয় ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর সরোদ এবং রবি শংকরের সেতার দিয়ে। পরিচয় করিয়ে দেন জর্জ হ্যারিসন। তিনি এবং রবি শংকর দুজনে ভারতীয় সঙ্গীতের একটু ভুমিকাও করেন। রবি শংকর উপস্থিত দর্শকদের ধুমপান করতে নিষেধ করেন। টিউনিং শুর" করে দিলেন ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ এবং ওস্তাদ রবি শংকর। প্রায় দেড় মিনিটের মতো টিউনিং চলল। টিউনিং শেষ হলে উপস্থিত শ্রোতারা তুমুল অভিনন্দন জানায়, তাঁরা ভেবেছিলেন ওটা পারফর্মেরই একটা অংশ। তখন রবি শংকর বললেন: 'সবাইকে ধন্যবাদ। টিউনিং যদি আপনাদের এত ভালো লাগে, আশা রাখি মুল অনুষ্ঠান আপনাদের আরো ভালো লাগবে।' এরপর তিনি শুর" করলেন রাগ– সময়ের হিসাবে প্রায় ১৯ মিনিট দীর্ঘ। তবলায় সঙ্গত দিয়েছেন ওস্তাদ আলারাখা, আর তাম্বুরা কমলা চক্রবর্তী।

এরপর মঞ্চে এলেন জর্জ হ্যারিসন। দুজন ড্রামার ছিলেন– রিঙ্গো স্টার আর জিম কেল্টনার, পিয়ানোতে ছিলেন লিওন রাসেল, অরগানে বিলি প্রেসটন, লিড গিটারিস্ট এরিক ক্ল্যাপটন আর জেসে এড ডেভিস। এরপর আসেন বব ডিলান। হ্যারিসন আর তার বন্ধুরা ১৩টির মতো গান গেয়েছিলেন, বব ডিলান গেয়েছেন ৪ টি। তার মধ্যে দুটো গানের কথা বিশেষভাবে উলেখ না করলেই নয়। একটি বব ডিলানের বিশ্বখ্যাত গান :

> 'Blowin' In The Wind'
> (How many roads must a man walk down/ Before you call him a man?/ How many seas must a white dove sail/ Before she sleeps in the sand?/ How many times must the cannon balls fly/ Before they're forever banned?/ The answer, my friend, is blowin' in the wind,/ The answer is blowin' in the wind.// How many years can a mountain exist/ Before it's washed to the sea?/ How many years can some people exist/ Before they're allowed to be free?/ How many times can a man turn his head,/ Pretending he just doesn't see?/ The answer, my friend, is blowin' in the wind,/ The answer is blowin' in the wind.// How many times can a dumb man look up/ Before he can see the sky?/ How many ears must one man have/ Before he can hear people cry?/ How many deaths will it take till he knows/ Too many people have died?/ The answer, my friend, is blowin' in the wind,/ The answer is blowin' in the wind.)

শিল্পী সুমন চট্টোপাধ্যায় (কবীর সুমন) এ মহৎ গানটির একটা ভাবানুবাদ করে গেয়েছেন, আক্ষরিক অনুবাদ নয়। এখানে সেটা তুলে দি"ছ–

কতোটা পথ পের''লে তবে পথিক বলা যায়/ কতোটা পথ পের''লে পাখি জিরোবে তার ডানা/ কতোটা অপচয়ের পর মানুষ চেনা যায়/ প্রশ্নগুলো সহজ আর উত্তরও তো জানা// কতো বছর পাহাড় বাঁচে ভেঙে যাবার আগে/ কতো বছর মানুষ বাঁচে পায়ে শিকল পরে/ কবার তুমি অন্ধ সেজে থাকার অনুরাগে/ বলবে তুমি দেখছিলে না তেমন ভালো করে/ প্রশ্নগুলো সহজ আর উত্তরও তো জানা// কতো হাজার বারের পর আকাশ দেখা যাবে/ কতোটা কান পাতলে তবে কান্না শোনা যাবে/ কতো হাজার মরলে তবে মানবে তুমি শেষে/ বড্ড বেশি মানুষ গেছে বানের জলে ভেসে/ প্রশ্নগুলো সহজ আর উত্তরও তো জানা।

আর দ্বিতীয়টি জর্জ হ্যারিসনের লেখা এবং গাওয়া :

'Bangla Desh'

(My friend came to me, with sadness in his eyes/ He told me that he wanted help/ Before his country dies// Although I couldn't feel the pain, I knew I had to try/ Now I'm asking all of you/ To help us save some lives// Bangla Desh, Bangla Desh/ Where so many people are dying fast/ And it sure looks like a mess/ I've never seen such distress/ Now won't you lend your hand and understand/ Relieve the people of Bangla Desh// Bangla Desh, Bangla Desh/ Such a great disaster - I don't understand/ But it sure looks like a mess/ I've never known such distress// Now please don't turn away, I want to hear you say/ Relieve the people of Bangla Desh/ Relieve Bangla Desh// Bangla Desh, Bangla Desh/ Now it may seem so far from where we all are/ It's something we can't neglect/ It's something I can't neglect/ Now won't you give some bread to get the starving fed/ We've got to relieve Bangla Desh/ Relieve the people of Bangla Desh/ We've got to relieve Bangla Desh/ Relieve the people of Bangla Desh.)

গানটার মোটামুটি একটা অনুবাদ করা যায় এভাবে, যদিও কখনোই সেটা মুল গানের কাছাকাছি নয়–

এক পৃথিবীর দুঃখ চোখে বন্ধু এসে বলে/ হাতটা বাড়াও বন্ধু আমার দেশটা মরার আগে/ তাহার দুঃখ শুধুই তাহার আমার চেষ্টা শুধু/ সবাই মিলে অবাঞ্ছিত মৃত্যু কিছু থামাই/ আমরা সবাই হাতটা কেবল বাড়াই/ বাংলা দেশ বাংলা দেশ// চোখের সামনে মরছে মানুষ হাজারে হাজার/ এক জীবনে আর দেখিনি এহেন বর্বরতা/ বন্ধু তোমার হাতটা হাতটা কেবল বাড়াও/ বাংলাদেশের শোষণপিষ্ট জীবনগুলো বাঁচাও/ বাংলা দেশ বাংলা দেশ// মরছে মানুষ ওদের নিষ্ঠুরতায়/ এক জীবনে কেউ শোনেনি এহেন বর্বরতা/ মুখটা তোমার ফিরিয়ে নিও না তুমিও এমন বলো–/ বাংলাদেশের মানুষগুলোর মুক্তির কথা বলো/ বাংলাদেশের মুক্তির কথা বলো/ বাংলা

দেশ বাংলা দেশ// মনে হতে পারে এ বুঝি কোনো সুদুর দেশের কথা/ সে যাই হোক না তুমি আমি সেটা এড়িয়ে যেতে পারি না/ তোমার দেয়া র"টি দিয়েই আহার তাদের হবে/ আমাদেরকেই এ কাজ করতে হবে/ বাংলাদেশকে মুক্তি দিতেই হবে/ বাংলাদেশকে মুক্ত করতে হবে।

ধারণা করা সঙ্গত হবে, যে বন্ধুর কথা গানের মধ্যে বলা হয়েছে, তিনি আমাদের রবি শংকর। হ্যারিসন নিজে কেবল বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির কথা বলেননি, উপস্থিত শ্রোতাদেরকেও বলছেন, তারাও যেন বাংলার মানুষের মুক্তির কথা বলে।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আরো একটি গানের কথা উলেখ করতে হয়। সে গানটিও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তিতে রচিত, সেটি জোয়ান বোয়েজের :

'Song of Bangladesh'
Bangladesh, Bangladesh/ Bangladesh, Bangladesh/ When the sun sinks in the west/ Die a million people of the Bangla Desh// The story of Bangladesh/ Is an ancient one again made fresh/ By blind men who carry out commands/ Which flow out of the laws upon which a nation stands/ Which is to sacrifice a people for a land// Bangladesh, Bangladesh/ Bangladesh, Bangladesh/ When the sun sinks in the west/ Die a million people of the Bangla Desh// Once again we stand aside/ And watch the families crucified/ See a teenage mother's vacant eyes/ As she watches her feeble baby try/ To fight the monsoon rains and the cholera flies// And the students at the university/ Asleep at night quite peacefully/ The soldiers came and shot them in their beds/ And terror took the dorm awakening shrieks of dread/ And silent frozen forms and pillows drenched in red// Bangladesh, Bangladesh/ Bangladesh, Bangladesh/ When the sun sinks in the west/ Die a million people of the Bangla Desh// Did you read about the army officer's plea/ For donor's blood?/ It was given willingly/ By boys who took the needles in their veins/ And from their bodies every drop of blood was drained/ No time to comprehend and there was litle pain// And so the story of Bangladesh/ Is an ancient one again made fresh/ By all who carry out commands/ Which flow out of the laws upon which nations stand/ Which say to sacrifice a people for a land// Bangladesh, Bangladesh/ Bangladesh, Bangladesh/ When the sun sinks in the west/ Die a million people of the Bangla Desh.

'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠান থেকে মোট সংগৃহীত হয়েছিল প্রায় আড়াই লাখ মার্কিন ডলার, ইউনিসেফের মাধ্যমে সে সহযোগিতা এসেছিল বাংলায়। পরবর্তীতে এ অনুষ্ঠানের সিডি, ডিভিডি,

কনসার্ট ফিল্ম, ডকুমেন্টারি হয়। অ্যালবাম সিডি ডিভিডি বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ এখনো পর্যন্ত্ম ইউনিসেফ-এর জর্জ হ্যারিসন ফান্ডে জমা হয়।

আমেরিকা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির অংশ ছিল, তাদেরকে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করেছিল, তবু সে দেশেরই একজন নাগরিক হয়ে সে দেশেই এমন একটি আয়োজন বিস্মিত করে। এটাই মানবতার শক্তি, শিল্পের শক্তি, শিল্পীর শক্তি। শিল্পের জয় হোক।